বাঙালির বইপড়া

পুস্তকপ্রেমীদের বার্ষিক

একটি জাতীয় প্রকাশনা

দ্বিতীয় সংকলন। ২০২৩

সম্পাদক

জাহিরুল হাসান

আবেদন

মাসে অন্তত একটি পছন্দের বই কিনুন ও পড়ুন। অনলাইনে পড়া বা সোশ্যাল মিডিয়ায় পড়া, বই হাতে নিয়ে পড়ার বিকল্প নয়। অভিভাবকদের বই পড়তে দেখলে শিশুদেরও বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। সবাই বই পড়লে দেশ হবে 'রিডিং নেশন'। 'রিডিং নেশন' থেকেই হওয়া যায় 'লিডিং নেশন'। বাঙালি জাতির বইপড়ার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে ও শক্তিশালী করতে আসুন সবাই হাত মেলাই।

লিইবার ফিয়েরা

বিষয়

সম্পাদকের চিঠি ৭
সম্পাদককে বার্তা ৯

মূল ভাব

১১
পার্থপ্রতিম রায়
বাঙালির তুমি বই

১২
পার্থপ্রতিম মজুমদার
বইয়ের জন্য

রবীন্দ্র-রামানন্দ

১৫
তরুণকুমার ঘটক
রবীন্দ্র অনুবাদ পাইরেসি হবার ভয় থাকত

২০
বরেন সরকার
রামানন্দ সংখ্যা করেছে হিন্দি পত্রিকা সরস্বতী

হাইলাইট বিমল মিত্র

২৬
সুনীল দাশ
রবীন্দ্রনাথের গদ্য মুখস্থ বলতে পারতেন

২৯
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিদিন নিয়ম করে ন্যাশনাল লাইব্রেরি যেতেন

৩২
দেবকুমার সোম
আমার ফ্লবেয়র বিমল মিত্র

স্মৃতির বই

৩৪
হর্ষ দত্ত
ধুপছায়া রঙের শব্দে

বইজীবন

৩৯
বারিদবরণ ঘোষ
দিনেন ঠাকুর যে বই পুড়িয়েছিলেন

৪৬
স্বপ্নময় চক্রবর্তী
শুধু লেখা নয়, ব্যক্তিমানুষকেও পাঠক দেখে

বই-আলোচনা

৫২
অমর মিত্র
দেশটার, সমাজের হাড়-কঙ্কাল দেখিয়ে দিয়েছেন

৬১
সাধন চট্টোপাধ্যায়
কোনো সরকারকেই বদলে দিলে দুধমধু-র নদী বয় না

৫৭
অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়
প্রাণে প্রাণ মিল করে দাও

৬৫
অভ্র ঘোষ
পার্টিশন স্টাডিজের চলাচল দেখতে পাচ্ছি

৬৯
সুশীল সাহা
যাঁরা দেশত্যাগ করে এপারে চলে এসেছিলেন

৭৪
রামচন্দ্র প্রামাণিক
যাঁরা দেশভাগের পরেও ভিটের অবুঝ টানে দেশত্যাগ করেননি

১০১
অনিন্দ্য ভট্টাচার্য
পুরোনো মতিভ্রম কেন ফিরে ফিরে আসে

১০৪
পরিমল ঘোষ
হয়তো সংখ্যালঘুত্বের অভিশাপ এমনই

কলকাতার অলকা সারাওগী

৭৮
জ্যোতির্ময় দাশ
আত্মপরিচয়ের তাড়নায় কুষ্টিয়ার কুলভূষণ জৈন

৮১
অনুরাধা রায়
কলকাতারই ইতিহাস-ভূগোল ওর লেখালিখিতে

৮৫
অলকা সারাওগী
ভেনিস ইউনিভার্সিটিতে বাংলা শিখিয়েছি
সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রশান্ত ভৌমিক

বুকার পুরস্কার

৯২
অলকা সারাওগী
পাঁচিল ভাঙার প্রয়াস গীতাঞ্জলি শ্রীর

বঙ্কিম পুরস্কার

৯৫
হর্ষ দত্তের পুরস্কারপ্রাপ্তি যেন পাঠকেরও

স্মরণ

৯৭
কুমার রাণা
সামাজিক প্রবহমানতার কথা বলেন সিদ্দিকি

পুরোনো বই

১০৭
ঋতপ্রভ বন্দ্যোপাধ্যায়
মূল বার্তাটি উত্তরণের

১১০
মহঃ জাহিদুর রহমান
দুশো আঠাশ বছর বয়স্ক একটি বই

নাটক কি সাহিত্য?

১১৪
রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী কখনও মঞ্চে নামাননি

১১৬
সৌমিত্র বসু
সাহিত্যের আর মঞ্চের ভাষা হুবহু এক হতে পারে না

নাটকের বই

১২২
ট্র্যাজেডি নিছক ভাববাদের বিষয় নয়

প্রবন্ধ

১২৬
অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়
অপরাধীকে চিহ্নিত করাটাই কি রহস্যকাহিনির উদ্দেশ্য?

১৩১
কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত
বাংলায় প্রচ্ছদ কাব্যিক, পাশ্চাত্যে বাণিজ্যঘেঁষা

১৩৪
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়
লেখক পেরুমলের মৃত্যু ও পুনর্জন্ম

বই-আলোচনা

১৩৮
অনির্বাণ রায়
চকোলেট বোমার ছলে কিছু সত্যিকারের পেটো

১৪১
প্রবুদ্ধ বাগচী
ছকভাঙার কাজটা খুব প্রত্যক্ষ

১৪৪
পুরুষোত্তম সিংহ
বাস্তব-অবাস্তবের লীলা

১৪৮
প্রেমচাঁদ বৈরাগী
ইতিহাস কীভাবে পাঠ করা উচিত

বিতর্ক

১৫২
উপল দত্ত
দেবকুমার সোম
লেখক বক্তৃতা দিতে শুরু করলে
উপন্যাস মাটি

আত্মীয়পত্রিকা

১৫৫
বইকথা, ট্রাপিজ, বইয়ের দুনিয়া

বিশেষ ক্রোড়পত্র

মহেন-জো-দারো আবিষ্কারের ১০০ বছর

১৫৮
রঙ্গনকান্তি জানা
রাখালদাসের চোখে মহেন-জো-দারো

১৬৩
সলিল চট্টোপাধ্যায়
প্রতিটি জনপদই যেন ছাঁচে ঢালাই

১৬৯
প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়
তামার পাত কেটে তৈরি আয়না

১৭৩
জাহিরুল হাসান
আরও আগের রহমান ঢেরি

১৭৮
শুভ মজুমদার
বিনজোর এক উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র

১৮২
জন মার্শাল
এমন নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য অভাবনীয়

১৮৬
ডোনাল্ড এ ম্যাকেঞ্জি
তখন মুদ্রার চল ছিল

১৮৮
দ্য ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ
সংবাদপত্রে প্রথম প্রতিবেদন

১৯৫
Annual Report of ASI
খননের প্রথম সরকারি বিবরণ

কবিতা

১৯৯
জফির সেতু
সিন্ধুদ্রাবিড়ের ঘোটকী

২০০
সা'আদুল ইসলাম
মুছে সিন্ধুতীর মহেন-জো-দারো

ছোটোগল্প

২০৩
সোহারাব হোসেন
সিন্ধু সভ্যতার গল্প

গ্রন্থপঞ্জি ২০৯
নতুন বইয়ের খবর ২১৩
সুলেখক সুজনের প্রয়াণ ২২২

সম্পাদকের চিঠি

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

বাংলা বইয়ের প্রকাশনা বলা যেতে পারে এক ক্রান্তিকালের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে; এক পর্যায় থেকে আর-এক পর্যায়ে উত্তরণের মাঝামাঝি সময় এটা। দীর্ঘ দু' বছর করোনার যে আপৎকালীন সময় কাটিয়ে উঠেছি আমরা, সেটা আরও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে পরিবর্তনের ইঙ্গিত। ওই সময় প্রকাশকদের বাধ্য হয়ে নির্ভর করতে হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে ওঠা নতুন নতুন অনলাইন প্লাটফর্মের উপর। পাঠকরাও হোম ডেলিভারির স্বাদ পেয়ে গেছেন। অবশ্য করোনার আগেই পিওডি ঢুকেছিল।

ছোটো-মাঝারি প্রকাশক যাঁদের নিজেদের বিক্রয়কেন্দ্র নেই তাঁরা ভোগেন ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের অভাবে। বই বিক্রির টাকা প্রকাশক অনেক ছুটোছুটি করেও ঠিকঠাক পান না, এর সুরাহা পিওডি এবং অনলাইনে বিক্রি। পিওডি দ্বারা পাঠকের চাহিদা বুঝে পরে অফসেটেও করা যায়, কিন্তু সবকিছু নির্ভর করছে বিপণনের সুবিধার উপর। সেইসঙ্গে আমরা চাই, আরও বেশি করে ভালো টাইটেল আসুক এবং বই পড়ার অভ্যাস দিনদিন বাড়ুক, যাতে বড়ো আকারে অফসেটে আবার ফেরা যায়।

এ তো একটা দিক, যেখানে প্রকাশকের নিয়ন্ত্রণ কম, কিন্তু প্রকাশনার গুণমান ঠিক রাখা অনেকটাই প্রকাশকের নিজের হাতে। পাঠককে বইবিমুখ করে দুর্বল পাণ্ডুলিপি এবং দৃষ্টিকটু ছাপার ভুল। যেখানে লেখক নিজের পয়সায় বই ছাপছেন সেখানে প্রকাশকের আর্থিক ঝুঁকি নেই, কিন্তু সুনাম নষ্ট হবার ভয়টা থাকে কারণ টাইটেল তো বেরোবে তাঁরই সংস্থার নামে। নিজের প্রকাশনার ক্ষেত্রেও প্রকাশক যে এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক তা বেশ কিছু বই দেখে বোঝার উপায় নেই। যদি আশানুরূপ বই বিক্রি না হয়, তার জন্য পাঠককে দায়ী না করে আত্মসমালোচনা বড়ো জরুরি এই মুহূর্তে।

তারপর, একটা বই যে প্রকাশ হল পাঠক জানবে কী ভাবে? জানলেও সে বই পছন্দসই কি না বুঝবে কেমন করে? বাংলা প্রকাশনার যা নড়বড়ে অবস্থা তাতে বুক প্রোমোশনের কথা বললে খুব লম্বা দাবি হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই একটা সামাজিক দায়িত্ব থাকে ভালো বই ও পত্রিকা সাধ্যমতো প্রোমোট করার। এর জন্য টাকাপয়সা লাগে না, দরকার কিছুটা সময় ও সদিচ্ছা। যেমন, কোনো বই বা পত্রিকা ভালো লাগলে দয়া করে লিখুন ফেসবুক-হোয়াটস্যাপে, নিজেদের পত্রিকায়, নিদেনপক্ষে মৌখিক প্রচার করুন বই-অনুরাগী বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে, বাংলা বইয়ের স্বার্থেই।

গণমাধ্যমগুলিরও ভাবা উচিত, একটা ভালো বই বা পত্রিকার প্রচার হওয়া মানে শুধু লেখক-প্রকাশকের নয় মাতৃভাষা, সাহিত্য এবং জাতিরও উপকার। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা যেন বই-আলোচনা বা সাংস্কৃতিক খবরের কলামে গ্রন্থ-পত্রিকাদির উপযুক্ত নির্বাচন করেন। তাতে যদি কারও নিখরচা প্রচার হয়ে যায়, লাভার্থীর নাম না দেখে সেটুকু জাতীয় স্বার্থে অনুদান ভেবে নিন। বাঙালির বইপড়া তার যেটুকু ক্ষমতা তা দিয়েই বইপড়াকে একটা আন্দোলনের রূপ দিতে বদ্ধপরিকর। জাতীয় সংকলন হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ। তাই সে গোটা জাতির সমর্থন চায় এই কাজে।

তরুণকুমার ঘটক

রবীন্দ্র অনুবাদ পাইরেসি হবার ভয় থাকত

রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম স্প্যানিশ সংকলন-গ্রন্থের শিরোনাম ছিল 'নির্বাচিত সাহিত্য' (Obra Escojida); গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। অনুবাদকের নাম সেনোবিয়া কামপ্রুবি দে হিমেনেস (Zenobia Camprubi Jimenez) (উচারণভেদে হিমেনেথ)। কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে, স্পেনের নোবেলজয়ী কবি হুয়ান রামোন হিমেনেস (Juan Ramon Jimenez) (হিমেনেথ) ছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের একমাত্র অনুবাদক। তা হলে, সেনোবিয়া কামপ্রুবি দে হিমেনেস-এর নাম কেন?

স্পেনেরই লেখিকা বেয়াত্রিস লেদেসমা ফের্নান্দেস দে কাস্তিয়েহো (Beatriz Ledesma Fernandez de Castillejo) এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ২০১৯ সালে তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, শিরোনাম 'স্প্যানিশ-ভাষী দুনিয়ায় রবীন্দ্রনাথের চরণচিহ্ন' (Las huellas de Rabindranath Tagore en el mundo hispanico)। তিনি বলেন যে, সংসারজীবনে যেমন ওঁরা ছিলেন অবিচ্ছেদ্য, বহির্জগতেও ওঁদের বিচরণ ছিল একইরকম সাবলীল। স্প্যানিশ ভাষার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যে আলোড়ন তুলেছিল তার প্রায় সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সেনোবিয়ার। বেয়াত্রিস লেদেসমা জানান, 'সেই মহীয়সী নারীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের সময় এসেছে। তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম, অভঙ্গুর মনোবল এবং অদম্য উৎসাহে নিজের কাঁধে সব দায়িত্ব নিয়ে প্রাচ্যের যশস্বী কবির রচনা পশ্চিমের পাঠকদের কাছে অনুবাদের মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত করেছিলেন তার তুলনা হয় না।' কিন্তু অজ্ঞাত কারণে বাঙালি পাঠকের কাছে সেনোবিয়া কামপ্রুবি আজও প্রায় অচেনা কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদক হিসেবে হুয়ান রামোন হিমেনেস যে সুনামের অধিকারী তার ঔজ্জ্বল্যে চাপা পড়ে গিয়েছে তাঁর স্ত্রী সেনোবিয়ার নাম।

১৯১৩ সালের গ্রীষ্মকালে সেনোবিয়া রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ The Crescent Moon গ্রন্থখানি হুয়ান রামোনকে দেখান। ঠিক ওই সময় প্রকাশক ফ্রান্সিস্কো আসেবাল শিশুপাঠ্য একটি গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছের কথা বলেন হুয়ান রামোনকে। তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি গ্রন্থের অনুবাদ করবেন বলেন। কিন্তু হুয়ান রামোন-এর ইংরেজিতে তেমন দখল ছিল না। সেনোবিয়াকে বলা হত 'আমেরিকানিতা' অর্থাৎ 'আমেরিকার ছোট্ট মেয়ে'— জন্মগত কারণে নয়, তিনি দীর্ঘদিন উত্তর আমেরিকায় ছিলেন বলে। তিনি ইংরাজি ভাষায় দক্ষ এবং কিছু গ্রন্থের লেখিকা। সেনোবিয়া কামপ্রুবি এবং হুয়ান রামোনের প্রেমপর্বে 'শিশু' অনুবাদের প্রস্তাব এসেছিল; পরে তাঁদের বিবাহ হয়। অনেকের মতে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যই তাঁদের দুজনের প্রেমে গভীরতা দিয়েছিল।

বরেন সরকার

রামানন্দ সংখ্যা করেছে হিন্দি পত্রিকা সরস্বতী

বাংলার রেনেসাঁস সম্পর্কে একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ আছে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের। সেখানে রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষ রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) সম্বন্ধে তিনি লেখেন, 'আমাদের সমাজব্যবস্থার নিশ্চল, অধঃপতিত ও পচন-ধরা অবস্থা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতা, মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং মানুষের সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবন ঘটানোর আকাঙ্ক্ষা, আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং প্রাচ্যের প্রাচীন প্রজ্ঞা উভয়ের প্রতিই সমান গুরুত্ব দেওয়া এবং চারপাশের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য বহুমুখী অক্লান্ত প্রচেষ্টা এগুলোই ছিল রামমোহন রায়ের জীবন ও চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য।'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৩) আদর্শ পুরুষ ছিলেন রামমোহন রায়। ছিলেন তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত। প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাসী, সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত কর্মবীর, বিশেষভাবে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, যথার্থবাদী, অখিল ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে কাজে হাত দেওয়া, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ পত্রিকা-সম্পাদক হিসেবে গ্রহণ করা, সেই সঙ্গে পত্রিকার সার্থক সম্পাদকের জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিজের ভাষায়— সাধারণ লেখাপড়ার সঙ্গে একজন সম্পাদকের ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, প্রবন্ধন বিজ্ঞান, অপরাধবিজ্ঞান, অনেক লৌকিক এবং ভৌতিক জ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, মানুষের অধিকার এবং কর্তব্য, বিভিন্ন দেশের, গ্রামের শহরের এককথায় সমগ্র দেশের সর্বজনীন কাজকর্ম

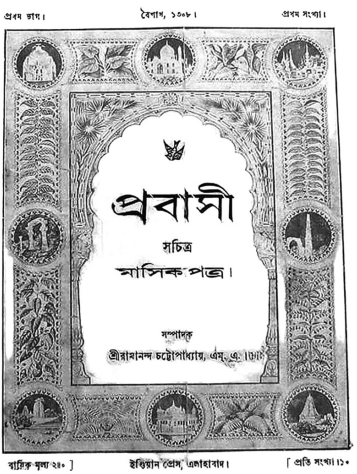

সুনীল দাশ

রবীন্দ্রনাথের গদ্য মুখস্থ বলতে পারতেন

'তিনভাগ পড়া আর এক ভাগ লেখা এই হল লেখকজীবনে সময়ের অনুপাত।' কথাটা বিমল মিত্র আমায় একাধিকবার বলেছেন আর বলার পাশাপাশি সখেদে জানিয়েছেন যে, তাঁর নিজের লেখকজীবনে এই অনুপাত তিনি রাখতে পারেননি। লেখার চাপে, রাতের পর রাত, সারারাত জেগে লেখা এগিয়ে, পাঠের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে, নিজের পাঠ-পরমায়ুকে কমাতে বাধ্য হয়েছেন। বিমল মিত্রকে বলতে শুনেছি, 'আমার একটা চোখে দৃষ্টি নেই। তাই যা কিছু পড়ালেখা আমার অন্য চোখটি দিয়েই। সেই চোখ শুধু সাহিত্য পড়া আর সাহিত্য লেখা ছাড়া অন্য কাজে লাগাতে চাই না।'

যথার্থেই আর অন্য কোনও কাজে লাগাননি তাঁর সবেধন নীলমণি একমাত্র চোখটির দৃষ্টিশক্তি। সাহিত্য, কেবলমাত্র সাহিত্যের কাজেই তার প্রয়োগ। মণি সান্যাল সরণি (আগের চেতলা সেন্ট্রাল রোড)-এর ২৯/১/১এ নম্বর বাড়ির দোতলার বাইরের ঘরটিই বিমল মিত্রের পড়ার ও লেখার ঘর। সেই ঘরের দেয়াল দেখা যেত না, দেখা যেত তাকভরা বা কাচের পাল্লা দেওয়া আলমারি ভরা বই আর বই। মেঝেতে লেখকের বসার আসনের সামনে ওভাল শেপের পেতলের থালার সেন্টার টেবিল টপ বই, সাময়িক পত্রিকা আর চিঠিপত্র অগোছালো স্তূপাকার সেই টেবিল টপের ওপর। বিমল মিত্রের হাতের নাগালে সেইসব বই, ম্যাগাজিন আর চিঠিপত্তরের দঙ্গলে কিছুদিন অন্তর পুরোনোদের অন্যত্র সরিয়ে নতুনদের আবির্ভাব হতে দেখা গেলেও দফতরিকে দিয়ে শক্ত মলাট বাঁধানো রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড নিত্যবিরাজমান।

বিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে বিমল মিত্রের গৃহশিক্ষক কালীপদ চক্রবর্তী মশাই তাঁর ছাত্রের খাতায় ছাত্রের নিজের লেখা কবিতা পড়ে বিমল মিত্রকে উপহার দেন রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' বইটি। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না করলে পারিবারিক অনুমোদন ছিল না উপন্যাস পাঠের। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর 'আলমারির চাবি হস্তগত হবার পর প্রথমেই ধরলাম বঙ্কিমচন্দ্র। আর তারপরেই শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলি। কোথা দিয়ে যে দিনরাতগুলো কাটল মনে নেই।'

'সেই ছেলেটা'র বয়ানে আত্মকথায় বিমল মিত্র লিখছেন 'কলেজে ভর্তি হয়েই তাই সে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে মেম্বার হল। এবার থেকে সেই ছেলেটা টলস্টয় পড়বে, ডিকেন্স পড়বে, রম্যাঁ রলাঁ পড়বে, আপটন সিনক্লেয়ার পড়বে, মোপাসাঁ পড়বে, চেখভ পড়বে, ডস্টয়েভস্কি পড়বে, গোগল পড়বে, ফ্লবেয়র পড়বে, রুশো পড়বে।'

বিমল মিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের আড্ডা দিতে বসলে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির উদ্ধৃতি ওঁর কথার মধ্যে উঠে আসতে শোনা যেত। সেনেকার একটা কথা, 'Since learned men